গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।
http://akkelpurjoypurhat.gov.bd

স্মারক নং- ৩১.৪৩.৩৮১০.০০০.০৫.১০.২০২৪-৬২

তারিখঃ ০৪ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

"সরকারি জলমহাল ইজারার আবেদনপত্র আহবান বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, এ উপজেলার সকল খাস বদ্ধ জলমহাল (২০ একর পর্যন্ত) ইজারার জন্য আবেদন অনলাইনে গ্রহণের সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট এর ব্যবস্থাপনাধীন এই উপজেলার সকল ইউনিয়নের ইজারা যোগ্য সরকারি জলমহাল (২০ একর পর্যন্ত) শর্ত সাপেক্ষে বাংলা ১৪৩১ হতে ১৪৩৩ পর্যন্ত অর্থ্যাৎ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে অস্থায়ী ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির নিকট হতে অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে । আগামী ০৬ মাঘ থেকে ২৫ মাঘ পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রাণালয়ের www.jm.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে জলমহাল ইজারার জন্য অনলাইন আবেদন করতে হবে। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্ট কপি এবং জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে ২৬ মাঘ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিস, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবেন। ভুল/মিথ্যা তথ্য সংবলিত এবং অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণ যোগ্য নয়। সকল কার্যক্রম সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯, অনুসারে পরিচালিত হবে। অন্যান্য তথ্যাদি ও ইজারা যোগ্য জলমহাল সমূহের তালিকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে জানা যাবে। উল্লেখ্য, যে কোন পর্যায়ে বর্ণিত যে কোন জলমহালের দাখিলকৃত আবেদন গ্রহণ যোগ্য হলে পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত জলমহালের আবেদনপত্র ইজারা সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হবে।

ক্যালেন্ডার

ক্রমিক নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
১.	০১ মাঘ থেকে ০৫ মাঘের ১৪৩০ মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ আবেদনে জলমহাল ইজারার আবেদন আহবান।
২.	০৯ মাঘ থেকে ০৩ ফাল্গুন ১৪৩০ মধ্যে	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল।
৩.	১০ ফাল্গুন ১৪৩০ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্ট কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট কার্যালয়ে দাখিল।
৪.	১৩ ফাল্গুনের মধ্যে	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্ট কপি যাচাই-বাছাই।
৫.	১৯ ফাল্গুনের মধ্যে	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
৬.	২৯ ফাল্গুনের মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট কর্তৃক অনুমোদন।
৭.	০৭ চৈত্রের মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ।
৮.	২৩ চৈত্রের মধ্যে	ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারী করাদি জমা প্রদান এবং ইজারাগ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন।
৯.	০১ বৈশাখ	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

শর্তাবলী:

০১। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, সদ্য ২ বছরের অডিট নিরিক্ষার কপি এবং ব্যাংক এ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র ও নিবন্ধন সনদ সহ ফরমে উল্লিখিত /অন্যান্য সকল তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে । কোন মৎস্যজীবী সমিতি কার্যকরী আছে কিনা তার জন্য নিবন্ধনকারী অধিদপ্তরের প্রত্যয়ন পত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে । আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিল হবে । কোন অনিবন্ধিত সমিতি/সংগঠন আবেদন করতে পারবে না ।

বিগত ০৩ (তিন) বছরের গড় ইজারা মূল্যের সাথে ৫% অর্থ বৃদ্ধিতে সরকারি মূল্য নির্ধারণ করা হবে । উল্লেখ্য সরকারি মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেয়া হবে না ।

০৩। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী শুধু নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে ।

০৪। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্যকোন সমিতি আবেদন জমা দেয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না।

০৫। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না । আবেদনকারী সমিতির সকল সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী কিনা এবং নিবন্ধনকৃত কিনা তা উপজেলা সমবায় অফিসার/উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে ।

০৬। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত পাবে না।

০৭। ইজারার মেয়াদ বাংলা ১৪৩১ সনের ১লা বৈশাখ হতে বাংলা ১৪৩৩ সনের ৩০ শে চৈত্র পর্যন্ত সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে।

০৮। উপরে বর্ণিত যে কোন পর্যায়ে কোন জলমহালের অনুকূলে প্রাপ্ত কোন আবেদন পত্র সন্তোষ জনক বলে গৃহীত হলে পরবর্তী পর্যায়ে সে জলমহালের জন্য আর কোন আবেদন ফরম বিক্রি করা হবে না। নির্ধারিত তারিখে কোন কারণে যদি সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয় তবে ছুটির পরেরদিন হতে আবেদন বিক্রি বা গ্রহণের তারিখ ও সময়সূচি প্রযোজ্য হবে।

০৯। সরকারি মূল্যের ২০% অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আক্কেলপুর জয়পুরহাট এর অনুকূলে সরকারি তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/ পে অর্ডার আকারে আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে । প্রত্যেক আবেদনকারী সমিতিকে আবেদনের সাথে আবেদনকারীর ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে । জামানতের ২০% অর্থ [illegible] ।

১০। [illegible] গৃহীত হওয়ার ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে [illegible] ইজারা মূল্যের [illegible] করতে হবে [illegible] ।

১১। ইজারা মূল্যের [illegible] ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রত্যেককে নিজ দায়িত্বে ৩০০ (তিন শত) টাকা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে ১ লা বৈশাখে আনুষ্ঠানিকভাবে জলমহালের দখল গ্রহণ করতে হবে ।

১২। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত না হলে ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে ।

১৩। ইজারাদার কর্তৃক কোন অবস্থাতেই ইজারাকৃত জলমহালের সম্পূর্ণ বা আংশিক কাহারও নিকট হস্তান্তর বা সাব-লীজ প্রদান করা যাবেনা। অনুরূপ অভিযোগ প্রমাণিত হলে ইজারা বাতিল করা হবে, এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর কোন ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবে না।

১৪। আবেদনপত্র অনুমোদন হওয়ার পর অনুমোদিত জমহালের ইজারা গ্রহীতা সমিতির অনুকূলে আলাদাভাবে পত্রজারি করা হবে ও অনুমোদিত সমিতির তালিকা অফিসের নোটিশ বোর্ডে লটকানো হবে।

১৫। ইজারা প্রদানে বিলম্বের জন্য ইজারার অর্থ আংশিক বা হারাহারিভাবে প্রদেয় হবে না অথবা খাসে আদায়কৃত অর্থও ইজারাদারকে প্রদান করা হবে না।

১৬। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট বরাবরে দাখিল করতে হবে । আবেদনপত্রের খামে জলমহালের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে ।

১৭। মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন সমূহ এবং বিভিন্ন সময় জারীকৃত সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করা ইজারাদারের জন্য বাধ্যতামূলক হবে ।

১৮। উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তা, জলাশয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যেকোন সময় জলমহাল পরিদর্শনের সুযোগ দিতে ও পরিদর্শন কাজে সহায়তা করতে ইজারা গ্রহিতা বাধ্য থাকবেন ।

১৯। বৎসরের যে সময়েই ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ০১ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে ।